অর্থনৈতিক
উন্নয়ন বিষয়ক
সহজ ভাষার
মাসিক পত্রিকা

বর্ষ ২৮ ▪ সংখ্যা ০৪ ▪ এপ্রিল ২০১৯

আলাপ

বাসন্তী রাণীর সংগ্রামী জীবন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ
বর্ষ ২৮ । সংখ্যা ০৪
এপ্রিল ২০১৯

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
শাহনেওয়াজ খান

উপদেষ্টা সম্পাদক
ইরাজ আহমেদ

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. এম এহছানুর রহমান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: আসাদুজ্জামান
রোমানা সুলতানা
মো: খায়রুল ইসলাম

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হলো আলাপ পত্রিকার। নতুন আঙ্গিকে আলাপ পত্রিকা আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। এই সংখ্যায় মূল রচনায় থাকছে যশোরের বাসন্তী রাণীর জীবন সংগ্রামের কাহিনি। বাসন্তী গাড়ির গ্যাসকেট তৈরি করেন। একেবারে শূন্য থেকে শুরু করেছিলেন কাজটা। ডিএফইডি'র আর্থিক সহায়তায় ধীরে ধীরে বড় করেছেন নিজের ব্যবসা। স্থাপন করেছেন একটা কারখানা। সেখানে বিভিন্ন ধরণের গাড়ির ইঞ্জিনের জন্য তিনি তৈরি করছেন এই ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ। তার কারখানার এই গ্যাসকেটের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। আকারে বড় হয়েছে তার কারখানা। গ্রামের মানুষের কাজের সুযোগও হয়েছে সেখানে। বাসন্তীর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্য অনেক মানুষ এগিয়ে এসেছেন এই কাজে। বাসন্তীর সংসারে ফিরেছে সুদিন। হতাশা আর অসহায়ত্বে ডুবে যাননি এই নারী। নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করেছেন জীবনটাকে পাল্টে ফেলার। সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন বাসন্তী রাণী।

এ সংখ্যায় এ ছাড়াও আছে গাভী ও বাছুর পালন নিয়ে জেনে নিন বিভাগে একটি প্রয়োজনীয় লেখা। আছে যশোরের হটপট ব্যাগ তৈরি করা নাজমা সুলতানার কথা। আশ্চর্য পৃথিবী বিভাগে রয়েছে আমেরিকার বেলিজে সমুদ্রের তলদেশে এক বিশাল গর্তের অজানা কথা, সাতক্ষীরার সুন্দরবন অঞ্চলের কথা। আমাদের সংলাপ বিভাগে আছে বুনিয়াদি ঋণ নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য। এ ছাড়া অন্যসব নিয়মিত বিভাগ তো আছেই।

প্রচণ্ড গরমে মানুষের জীবন অস্থির। এমন গরমে নিজেরা সাবধানে থাকবেন, বাড়ির শিশুদেরও নিরাপদে রাখবেন। ■

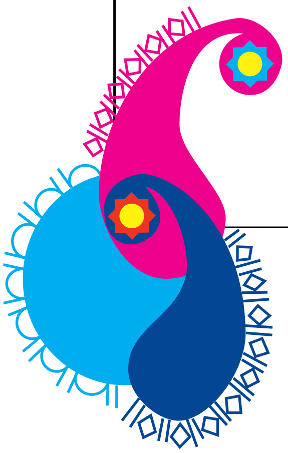

সূচিপত্র

- বাসন্তী রাণীর সংগ্রামী জীবন ১ - ৩
- ডামের নির্বাহী পরিচালকের সামর্থ্য প্রকল্পের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রকল্প পরিদর্শন ৪ - ৫
- বাছুরের যত্ন ও চিকিৎসা ৬ - ৮
- হটপট ব্যাগে বদলে গেছে জীবন ৯
- সাতক্ষীরার সুন্দরবন ১০ - ১১
- আমাদের সংলাপ ১২
- সমুদ্রে রহস্যময় গর্ত ১৩

বাসন্তী রাণীর সংগ্রামী জীবন

গ্যাসকেট তৈরীর কারখানার কাজ করছে বাসন্তী রাণী দাস ও অন্যান্যরা

বাসন্তী রাণী দাসের বাড়ি বাগেরহাট জেলার খাজুরী গ্রামে। ১০ ভাইবোন নিয়ে তাদের ছিল অভাবের সংসার। এই অভাবের কারণেই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর পরে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় তার। সংসারের বোঝা টানতে অল্প বয়সে বাসন্তী ঢুকে পড়েন গ্যাসকেট কারখানায় শ্রমিক হিসেবে। গাড়ির ছোট একটি যন্ত্রাংশ এই গ্যাসকেট। কিন্তু এই ছোট যন্ত্রটি-ই ঘুরিয়ে দিয়েছে বাসন্তী রাণীর জীবনের মোড়। তিনি এখন গ্যাসকেট তৈরির ছোট একটি কারখানার মালিক। বাসন্তী দারিদ্র জয়ের পথ খুঁজে পেয়েছেন।

বাসন্তী রাণীর বিয়ে হয় ১৯৯৮ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে। স্বামী উত্তম কুমার দাসের বাড়ি যশোরের বাজিতপুর গ্রামে। উত্তম কুমারের পারিবারিক ব্যবসা ছিলো পশুর চামড়া বিক্রি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে চামড়া সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করতেন উত্তম। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই বাসন্তীর সংসারে আসে ৪ সন্তান। তখন আবারো অনটন বাসন্তীর সংসারকে ঘিরে ধরে। স্বামীর চামড়া বিক্রির ব্যবসায় দেখা দেয় খারাপ অবস্থা। চামড়ার দাম পড়ে যায়, উত্তম কুমার পাওনাদারদের দেনা পরিশোধ করতে পারেন না। ছেলে

বাসন্তী রাণী দাস

মেয়েদের লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যায়; তাদের সংসারে নেমে আসে খারাপ সময়।

বাসন্তী চোখে অন্ধকার দেখেন। কেমন করে চালাবেন তিনি সংসারের চাকা? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পথ পেয়ে যান বাসন্তী। তার মনে পড়ে সেই গ্যাসকেট তৈরীর কারখানায় কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা। গ্যাসকেট গাড়ির ইঞ্জিনে ব্যবহৃত একটি ছোট যন্ত্রাংশ। দুটি ধাতব বস্তু একটি উপর আরেকটি রাখা হলে মাঝখানের কিছু অংশ ফাঁকা থাকে। এই ফাঁক বন্ধ করতেই গ্যাসকেট ব্যবহার করা হয়। বাস, ট্রাক, মটরসাইকেল এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনে এই গ্যাসকেট ব্যবহৃত হয়।

বাসন্তী চলে যান নিজের গ্রামে। গ্যাসকেট কারখানার মালিকের সঙ্গে পরামর্শ করে বাজিতপুরে ছোট আকারে একটি গ্যাসকেট কারখানা বসানোর পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তার প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় পুঁজি। বাসন্তী পুঁজি জোগাড়ের পথ খুঁজতে থাকেন। প্রতিবেশীদের কাছে জানতে পারেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কথা। বাজিতপুর গ্রামে মিশনের ‘চাঁদেরহাট’ মহিলা উন্নয়ন দলের মাঠ সংগঠকের সঙ্গে কথা বলেন বাসন্তী। তিনি বাসন্তীকে দলের সদস্য করে নেন। বাসন্তী সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী সমিতিতে ১০ টাকা করে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। কিছুদিন পর তিনি সমিতি থেকে ১৫ হাজার টাকা ঋণ নেন। তার স্বামী উত্তম কুমার ৭ হাজার টাকায় গ্যাসকেট তৈরীর কয়েকটি ডাইস ও যন্ত্রপাতী কিনে আনেন। ৫ হাজার টাকা ব্যয় করে ঢাকা থেকে সংগ্রহ করেন কিছু শুকনা চামড়া। শুরু হয় বাসন্তী রাণীর ছোট আকারে গ্যাসকেট তৈরীর কারখানার কাজ।

তৈরি হতে থাকে বাস, ট্রাক, মোটর সাইকেলের জন্য বিভিন্ন আকারের গ্যাসকেট যশোরসহ আশপাশের বাজারে এগুলো বিক্রি হতে থাকে। ধীরে ধীরে বাসন্তী রাণীর কারখানায় তৈরি গ্যাসকেটের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। বেড়ে যায় তার কারখানার ব্যস্ততা।

বাসন্তী এক পর্যায়ে কারখানা বড় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি তখন আগের ঋণের টাকা পরিশোধ করে আরো ২৫ হাজার টাকা ঋণ নেন। সে টাকায় ১টি মেশিন ও বেশী পরিমাণে কাঁচামাল কেনা হয় কারখানার জন্য।

বাসন্তীর কারখানায় কাজের অর্ডার বেড়ে যাওয়ায় প্রয়োজন হয় শ্রমিকের। তিনি তখন পাড়ার বেকার যুবক এবং নারীদের সংগঠিত করে কাজ শেখাতে শুরু করেন। তারা কাজটা শিখে নিয়ে কারখানায় চামড়ার ওয়াসার সহ গ্যাসকেট কাটার কাজ শুরু করেন। এসব কাজ কঠিন কিছু নয়। একজন নারী বা পুরুষ শ্রমিক দৈনিক ৪-৫ হাজার ওয়াসার কাটতে পারে। তাদের পারিশ্রমিক হাজার প্রতি ৫০ টাকা।

পরের বছর আবারো ঋণ নেয়ার পরিকল্পনা করেন বাসন্তী। সমিতি থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তিনি আরেকটি মেশিন কেনেন। দুটি মেশিন দিয়ে এখন বাসন্তী রাণীর কারখানায় কাজের গতি বেড়েছে। সেখানে প্রায় ১০৮ প্রকার গ্যাসকেট তৈরী হয়।

বাসন্তী রাণীর কারখানার কাজে দৈহিক পরিশ্রম কম হয়। তাই এখানে ৩ জন প্রতিবন্ধী কাজ করছেন। কারখানায় কোন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় না, তাতে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না। এখন বাংলাদেশের ৩১টি জেলায় বাসন্তীর কারখানার পণ্য পাইকারী ও খুচরা বিক্রি হয়। তবে যশোর, ঝিনাইদহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, মাদারীপুর, সাতক্ষীরা ও মাগুরা জেলায় এই গ্যাসকেটের চাহিদা বেশি। বাজারে গ্যাসকেড সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেন বাসন্তীর স্বামী।

বাসন্তী রাণীর পরিবারের সবাই কারখানার কাজে সহায়তা করেন। কারখানায় বর্তমানে ৪ জন শ্রমিক মাসে ৬ হাজার টাকা বেতনে কাজ করছে। বাসন্তীর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এখন বাজিতপুর গ্রামের প্রায় ৪৫টি পরিবার একাজে জড়িত হয়েছে। বাজিতপুর গ্রামে গেলে দেখা যায় বিভিন্ন বাড়িতে চলছে চামড়ার গ্যাসকেট ও ওয়াসার তৈরীর কাজ। বাসন্তীর কারখানায় প্রতি সপ্তাহে ২০-৩০ হাজার টাকার উৎপাদন হয়। বাসন্তী দুই ছেলের নামে কারখানার নাম রেখেছে “শুভ-সৌরভ জয়েন্ট এন্টারপ্রাইজ”।

বাসন্তী রাণীর পরিবারে এখন স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তার সন্তানরা নিয়মিত লেখাপড়া করছে। ব্যবসায় লাভের টাকা দিয়ে তিনি গ্রামে নিজের নামে ৫ কাঠা জমি কিনেছেন। মেরামত করিয়েছেন নিজেদের বাড়ি। সেখানে বসেছে স্যানেটারি ল্যাট্রিন ও একটি ডিপ টিউবওয়েল।

একদিন নিজে কারখানার শ্রমিক ছিলেন বাসন্তী রাণী। সেখান থেকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে আজ বাসন্তী নিজেই কারখানার মালিক। বদলে গেছে তার সংসারের চেহারা। নতুন সম্ভাবনার পথে হাঁটছেন বাজিতপুর গ্রামের এই নারী।

মো: রেজাউল ইসলাম সমন্বয়কারী, এম আই এস, ডিএফইডি

বেকারী শিল্পের উপর দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রকল্প

TRAIDCRAFT
Exchange
HELVETAS
বেকার জনগোষ্ঠির দক্ষতা উন্নয়ন ও শোভন কাজে নিয়োগের লক্ষ্যে
বেকারী শিল্পের উপর
মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী
Food Processi

মিশনের নতুন উদ্যোগ: বেকারী শিল্পের উপর দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রকল্প

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে হেলভেটাস সুইস ইন্টারকোঅপারেশন, ট্রেড ক্রাফট এক্সচেঞ্জ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস এসোসিয়েশন (বাপা) এবং জেলা চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাষ্ট্রি-এর অংশীদারিত্বে সামর্থ্য প্রকল্প ৭টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ২০১৭ সাল থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দক্ষশ্রম শক্তি, কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তাদের অধিকতর প্রতিযোগিতাপূর্ণ, সামগ্রিক ও টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্রতা নিরসনে অবদান রাখার নিমিত্তে কাজ করছে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মে নিয়োগ সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ডিএফইডি ও হেলভেটাস সুইস ইন্টারকো-অপারেশন-এর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দারিদ্র্য দূর করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। চুক্তি অনুযায়ী ডিএফইডি ময়মনসিংহ জেলার ৬টি উপজেলায় (ময়মনসিংহ সদর, ফুলপুর, ফুলবাড়িয়া, হালুয়াঘাট, ইশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল) জানুয়ারী ২০১৯ থেকে জানুয়ারী ২০২০পর্যন্ত বেকিং-এর উপর প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করবে। ৪টি কেন্দ্রের (ময়মনসিংহ সদর, হালুয়াঘাট, ইশ্বরঞ্জ, নান্দাইল) মাধ্যমে ৩২টি ব্যাচে ৮০০ জন এসব কোর্সে অংশ নেবে। ৩০দিন মেয়াদী কোর্সে পাউরুটি, বিস্কিট, কেক ইত্যাদি তৈরিতে দক্ষতা উন্নয়ন করা হবে। এটি মিশনের প্রতিষ্ঠান হিসাবে ডিএফইডি এর একটি নতুন উদ্যোগ।

সম্প্রতি ঢাকা আহছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক গত ১০, ১১ ও ১২ এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটি এলাকায় ডিএফইডি-এর বেশ কিছু কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।

পরিদর্শন শেষে তিনি ময়মনসিংহ জোনের ভবিষ্যত বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও বেকারী ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ -এর উপর সেখানকার শাখা অফিসে বৈঠক করেন। বৈঠকে কয়েকটি সুপারিশ উঠে আসে।

১. স্থানীয় বেকারীগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে পরিদর্শন করা।

২. বেকারীর কাজে দক্ষ লোক দিয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

৩. বেকারী মালিকদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করা।

৪. বেকারী প্রশিক্ষণের উপর স্বল্প সময়ের কোর্স চালু করা।

৫. চাকুরীর নিশ্চয়তা প্রদান করা।

৬. ভবিষ্যতে ময়মনসিংহে মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির আওতায় শুটকী মাছ, প্রক্রিয়াজাত খাবার, গার্মেন্টস শিল্প, গবাদিপশু পালন, বেকারি শিল্প, পরিবহন খাতে এবং ব্যবসা খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর বৈঠকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডি-এর প্রধান এক্সিকিউটিভ অফিসার, হেলভেটাস সুইস ইন্টার-কো-অপারেশন-এর মিজবাহুজ্জামান চন্দন। এ ছাড়াও ডিএফইডি-এর সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (কৃষি) নিয়ামুল কবীর, ডিএফইডি ময়মনসিংহ জোনের ম্যানেজার মো: জিয়াউল আহসান, দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আব্দুল কাদের, ময়মনসিংহ সদর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার জনাব মোঃ ফোরকান হোসেন এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লিড ট্রেইনার ও কো-ট্রেইনার উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্প পরিদর্শনকালে তিনি ডিএফইডি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ডিভিটিআই) ও ময়মনসিংহের নাগলা, হালুয়াঘাট ট্রেনিং সেন্টারে যান। সেখানে প্রথমে বেকিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরী করা দেখেন। তিনি এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে আসা ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর বিকালে তিনি ঈশ্বরগঞ্জে এইচ বেকারী পরিদর্শন করে বেকারী মালিক হারুন-অর রশিদের সঙ্গে বেকারী নিয়ে কথা বলেন।

এক পর্যাযে সহকর্মীদের সাথে নিয়ে তিনি প্রথমে ময়মনসিংহ মাইক্রোফিনান্স শাখা অফিসের ‘আশার আলো’ মহিলা দল পরিদর্শন করেন। সদস্যদের সঙ্গে তিনি ঋণ, পাশবই, আলাপ পত্রিকা এবং তাদের নেয়া ঋণের খাত নিয়ে কথা বলেন। পরে তিনি মাইক্রোফিনান্স শাখা অফিসের ‘প্রজাপতি’ মহিলা দলের সদস্য নাজমা বেগমের গাভী পালন খামার পরিদর্শন করেন। ময়মনসিংহ সদর শাখা অফিসের দিগারকান্দা মধ্যপাড়া মহিলা দলের একজন অগ্রসর ঋণী ফাতেমা ইসলাম ডেইজি। ময়মনসিংহ বিসিক শিল্প নগরীতে তার ‘ফাতেমা ফুড প্রোডাক্ট’। ইতো মধ্যে একটি সফল প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে। পাশাপাশি তিনি ময়মনসিংহ সদরে অবস্থিত ট্রেনিং সেন্টারও পরিদর্শন করেন। সেখানে প্রশিক্ষনার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন।

জেনে নেই

বাছুরের যত্ন ও চিকিৎসা

বাছুরকে গাভীর প্রাথমিক শালদুধ দিতে হবে

গরুর বাছুরের যত্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। গরুর সাথে জড়িত আমাদের কৃষি। জড়িত দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য। তাই গরুর বাছুর জন্মের পর তার যত্নও হয়ে ওঠে প্রয়োজনীয় কাজ।

বেশ কয়েকটি ধাপে এই কাজগুলো করা যায়। এসব ধাপে রয়েছে বাছুরের জন্য তার মায়ের দুধ, ওষুধ ও যত্ন।

- প্রসবের সাথে সাথে মুখমন্ডল থেকে মিউকাস বা অন্যান্য পদার্থ পরিস্কার করতে হবে।
- প্রসবের সাথে সাথে নাভির চতুপার্শ্বে টিনচার আয়োডিন/আইওয়ান দ্বারা ভালোভাবে মুছে বোরিক এসিড বা পাউডার লাগাতে হবে।
- গাভী বা বাছুরের নরম বিছানা দিতে হবে।
- বাছুরকে গাভীর প্রাথমিক ঘনদুধ/শালদুধ (কাজলাদুধ) দিতে হবে।
- প্রসবের সাথে সাথে গাভী যাতে বাছুরকে চাটে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

কাজলা দুধ

বাছুর জন্মের পরেই মায়ের থেকে যে দুধ খায় সেটিই হচ্ছে শালদুধ বা কাজলা দুধ। গাভীর প্রথম শালদুধ বাছুরের জন্য অপরিহার্য।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাছুর জন্মের এক ঘন্টার মধ্যেই মায়ের দুধ খেতে পারে। কোন কারণে বাছুর দুধ খেতে না-পারলে তাকে দুধ খেতে সাহায্য করতে হবে। বাছুরকে দিনে ৩ থেকে ৪ বার এই দুধ খাওয়াতে হবে। যতদিন মায়ের এই দুধ থাকে ততদিন বাছুরকে তা খাওয়ানো যাবে। বাছুর খাওয়ার পর কাজলা দুধ থেকে গেলে তা নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। অন্য বড় বাছুরদের সেটা খাওয়ানো যাবে।

কাজলা দুধের গুণাগুণ

- বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
- বাছুর সুস্থ্য ও সবল থাকে।
- এই দুধ বাছুরের স্বাভাবিক পায়খানা হতে সহায়তা করে, পরিপাকতন্ত্র ভালো রাখে।

সাদা উদারময় রোগের লক্ষণ

- বাছুরটি ঘন ঘন মল ত্যাগ করে।
- মলের রং চাল ধোয়া পানির মতো।
- পচাঁ দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা হয়।
- অনেক সময় মলে রক্ত দেখা যায়।
- খাওয়াতে অরুচি হয়।
- বাছুর ধীরে ধীরে দূর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

ওষুধ হিসাবে সরেটিল পাউডার, টেরামাইসিন ট্যাবলেট, ষ্টীনাসিন ট্যাবলেট খাওয়ানো যেতে পারে। এগুলো ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়। রোগের প্রতিকার হিসারে বাছুরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও রোগমুক্ত রাখতে হবে। পরিমিত ভাবে বাছুরকে কাজলা দুধ খাওয়ানো উচিত।

গিরা রোগে বাছুরের গোড়ালি ফুলে উঠবে

নাভি রোগের লক্ষণ

বাছুরের নাভি ফোলা ফোলা মনে হচ্ছে? বাছুরের এই রোগটির নাম হচ্ছে নাভি রোগ। বাছুরটির জন্মের পর বাছুরের নাভি শক্ত করে বাঁধা নাহলে এই রোগটি হতে পারে। তাছাড়া জীবাণুনাশক ওষুধ দেয়া নাহলেও জন্ম নেয়া বাছুরের নাভীতে নানা রকম জীবাণু প্রবেশ করে এই রোগ হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

পুঁজ বের করে জীবাণুনাশক ওষুধ

পানি দিয়ে ধুয়ে সালফানিলামাইড পাউডার অথবা এন্টিসেপটিক ক্রিম লাগিয়ে গিট দিতে হবে নাভিতে। ট্রিনামাইড ট্যাবলেট, ভেসাডিন ইনজেকশন দিয়েও এই রোগের চিকিৎসা করা যায়।

গিরা রোগের লক্ষণ

বাছুরটির পায়ের গোড়ালি ফুলে উঠতে পারে। এটিও একটি রোগ।

তিন মাসের কম বয়সী বাছুরের ডিপথেরিয়া হয়

চিকিৎসা

বাছুরের পায়ের গিরা ফুলে উঠলে অপটিকরটোল এস-এর সঙ্গে এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিতে হবে। এছাড়া ক্যালশিয়াম দিয়েও চিকিৎসা করতে হবে।

কৃমি রোগের লক্ষণ

- কৃমিতে আক্রান্ত বাছুরের পেট মোটা দেখায়।
- বুকের হাড়গুলো চোখে পড়ে।
- বাছুর খেতে চায় না।
- পায়খানায় দুর্গন্ধ থাকে।

চিকিৎসা

এ ধরণের রোগে ফেনিনেক্স, নেমাকক্স নামের ওষুধ খাওয়াতে হবে। এসব ওষুধ সাধারণ ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়।

নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণ

- শুষ্ক কাশি হবে।
- নাক দিয়ে পানি পড়ে।
- খুব জ্বর হয়।
- শ্বাস প্রশ্বাসের মাত্রা বেড়ে যাবে।

চিকিৎসা

এই রোগের চিকিৎসা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক ও ভেসুলং ইনজেকশন। এছাড়া ভেটিবেনজামিন ইনজেকশন মাংশপেশীতে পরপর ২ দিন প্রয়োগ করা উচিত।

ডিপথেরিয়া রোগের লক্ষণ

- জ্বর হয়।
- মুখ দিয়ে লাল ঝরে।
- বাছুর দুধ খেতে পারে না।
- বাছুর জিব বের করে ফেলে।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

ভেসুলর ইনজেকশন ২০ শতাংশ, ভেসাডিন ইনজেকশন অথবা অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ইনজেকশন দিতে হবে। ভেটিবেনজামিন ইনজেকশনও দেওয়া যেতে পারে।

বাছুরের যে কোন রোগে নিকটস্থ পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত

কৃষিবিদ মোঃ নিয়ামুল কবীর, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (কৃষি), ডিএফইডি

হটপট ব্যাগে বদলে গেছে জীবন

- নাজমা সুলতানা

নাজমা সুলতানা মালা থাকেন যশোর শহরের একটি ভাড়া বাড়িতে। অন্যের কারখানাতে অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করতেন তিনি। স্বামী আব্দুল আজিজ ইলেকট্রিক মিস্ত্রী। তার সামান্য আয়ে সংসার চালানোটাই ছিল কষ্টের। নাজমা সুলতানার মেয়ে কলেজে পড়ে। মেয়ের কলেজে পড়ার খরচ আর বাড়ি ভাড়ার টাকা জোগার করতেই হিমশিম খেতে হচ্ছিল তাকে। কিছু একটা করে বাড়তি উপার্জনের কথা ভাবছিলেন নাজমা। **‘সংসার নিয়া বিপদে পড়ছিলাম। অনেক চিন্তা কইরা এই হটপট ব্যাগ বানানোর কথাটা মাথায় আসলো। তখন ডিএফইডি-এর যশোর সদর শাখায় সদস্য হয়ে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিলাম। সেই টাকা দিয়াই শুরু করলাম আমার নতুন কাজ।’**

হটপট ব্যাগ বানাতে যেসব সামগ্রীর প্রয়োজন সেগুলি বাজার থেকে সংগ্রহ করেন নাজমা। কিছু ফাইবারের তৈরি শক্ত কাপড়, চেইন, পকেটিং কাপড় কিনে ফেলেন তিনি। তারপর বিভিন্ন রঙের সুতা দিয়ে সেগুলি সেলাই করতে শুরু করেন। তৈরি হয়ে যায় চমৎকার হটপট ব্যাগ।

হাতে তৈরি এই হটপট ব্যাগ অল্প দিনেই জনপ্রিয়তা পায়। বাজারে ব্যাগের চাহিদা দেখে নাজমা আবারো ডিএফইডি থেকে ৪০হাজার টাকা ঋণ নেন ব্যবসা বাড়ানোর জন্য। **‘এইবার ছোটখাট একটা কারখানা বসাই কাজের সুবিধার জন্য। আমার স্বামী হটপট ব্যাগ যশোর, ফরিদপুর, মাগুরা, খুলনা ও ঢাকায় বাজারজাত করেন।’**

নাজমা সুলতানা (মালা) হটপট ব্যাগ তৈরি করছেন

নাজমার বানানো ছোট ব্যাগের মূল্য ২০০ টাকা। বড় ব্যাগ বিক্রি হয় ৪৫০ টাকায়। নাজমা বলেন, **‘দেশে বেকার নারীদের কাজের অনেক সুযোগ আছে। শুধু বুদ্ধি কইরা সঠিক রাস্তাটা বাইর কইরা নিতে হইবো।’** নাজমার কারখানায় এখন দুই জন নারী শ্রমিক কাজ করছেন।

আসলাম উদ্দীন, এরিয়া ম্যানেজার, ডিএফইডি, যশোর

আমাদের দেশে

সাতক্ষীরার সুন্দরবন

নদী থেকে সুন্দরবন দেখা

বাংলাদেশের ছয়টি জেলা নিয়ে সুন্দরবন বিস্তৃত হলেও একমাত্র সাতক্ষীরা জেলার মুন্সিগঞ্জ থেকে সরাসরি দেখা যায় সুন্দরবনের সবুজ সমারোহ। ঢাকা থেকে রওনা হলে সোজা পৌঁছানো যায় মুন্সিগঞ্জ। সেখানে গিয়ে বাস থেকে নামলেই দেখা যাবে সুন্দরবনের সবুজ সীমানা।

মংলা, পটুয়াখালী, বাঘেরহাট, যেদিক দিয়ে সুন্দরবনে যান না কেন বন দেখার জন্য নদী পথে ছুটতে হবে অনেকটা দুর। একমাত্র সাতক্ষীরার সুন্দরবন ব্যতিক্রম। সাতক্ষীরা শহর পেরুলেই বড় বড় সবুজ গাছ আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে সুন্দরবনের পথে। মনে হবে একটা সবুজ সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে বাস এগিয়ে চলেছে। সাতক্ষীরা থেকে শ্যামনগর বাসষ্টান্ডে পৌছানোর পর মাইক্রো অথবা পাবলিক বাসে ১৫ কিলোমিটার গেলেই দেখা মেলে সুন্দরবনের।

সেখানে আছে মালিঞ্চ নদী। নদীতে নৌকা চড়ে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ আছে। দু'পাশে তখন দেখা যাবে সবুজের সমারোহ। তবে হরিণ, বানর, অথবা বন মোরগ দেখতে হলে নদীপথে যেতে হবে আরেকটু দূরে। নৌকা চলতে চলতে ঢুকে পড়ে শাখা নদীতে। সেখানে জঙ্গল আরো কাছে চলে আসে। কারো মনে হতে পারে

অরণ্য থেকে হঠাৎ লাফিয়ে পড়তে পারে রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

এ অঞ্চলে নৌকার চালকের পরামর্শ মেনেই ঘোরাঘুরি করা উচিত। কারণ সুন্দরবনে অনেক ধরণের বিপদও বসবাস করে।

সুন্দরবনের সুন্দরী, গেওয়া, গরান, কেওড়া, গোলপাতা, খলিসা সহ বিভিন্ন গাছ আছে। এসব গাছ চিনিয়ে দেবে নৌকার চালকই। এখানে বেড়াতে হলে ভাড়া নেয়া যায় সাহায্যকারী। তারাই সব ঘুরে দেখাবে আপনাকে। বনে ঘোরা যায় প্রায় ছয় থেকে আট ঘন্টা। সারাদিন সুন্দরবন দেখে পরদিন যাওয়া যায় আশপাশের গ্রামে। সেখানে বাস করে মৌয়াল, বাওয়াল ও মুন্ডা নামক আদিবাসীরা। তাদের জীবন যাত্রাও দেখার মতো বিষয়।

বাঘের আবাস এই সুন্দরবন

তাই সহজ ভাবে বলা যায় প্রকৃতির রুপ ও বিচিত্র রহস্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের এক অপূর্ব সুযোগ। খালের ধারে দেখা যায় বন্য প্রাণীর অপূর্ব দৃশ্য। হরিণ পালদের বিচরণ, শুকুরের ছুটাছুটি, বানরের কারসাজি, বাঘের হরিণ শিকার কিংবা রাজকীয় ভঙ্গিতে বাঘের চলার দৃশ্য ইত্যাদি পর্যটকদের ভিষণ ভাবে আকৃষ্ট করে।

চারপাশে আছে সবুজের সমারোহ

মোঃ মিনার হোসেন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ডিএফইডি, শ্যামনগর , সাতক্ষীরা

আমাদের সংলাপ

মোসামৎ মিনা বেগম

সদস্য নং - ০২০
স্বামী - মোঃ জোহর আলী
ঘুরুলিয়া, কোতোয়ালী, যশোর

প্রশ্নঃ বুনিয়াদ ঋণ কী? বুনিয়াদ ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য ও পরিশোধের নিয়ম সম্পর্কে জানতে চাই?

উত্তরঃ প্রচলিত অর্থে দরিদ্র বলতে বোঝায় বিভিন্ন স্তরের সুবিধা বঞ্চিত এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অবস্থানরত জনসমষ্টিকে। এ ধরণের জনগোষ্ঠী সামাজিকভাবে অবহেলিত, অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত। এদের স্থায়ী আবাসন নেই, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ঋণ সুবিধা থেকেও এরা বঞ্চিত। বুনিয়াদ ঋণ এ ধরণের জনগোষ্ঠীকেই দেয়া হয়ে থাকে।

বুনিয়াদ ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যঃ বুনিয়াদ ঋণ তারাই পেয়ে থাকেন যারা দুবেলা সামান্য খাবার পান না, নেই চিকিৎসা সুবিধা। শিক্ষা থেকেও তারা বঞ্চিত, পান না ঋণ সুবিধা। অর্থাৎ এক কথায়, যারা সব ধরণের মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করেন। এই ঋণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে সামাজিকভাবে সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

বুনিয়াদ ঋণ পরিশোধের নিয়মঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যে সব ঋণ দেয়া হয় তার মধ্যে বুনিয়াদ ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি সহজ। এই ঋণ এক জন সদস্যকে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা দেয়া হয়। এই ঋণের সার্ভিস চার্জ বছরে শতকরা ১০ শতাংশ। বুনিয়াদ ঋণ ৪৪ টি কিস্তির মাধ্যমে এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। বুনিয়াদ ঋণের জন্য সদস্য ভর্তি ফি, পাশ বইয়ের মূল্য এবং ঋণ প্রদান করার সময় আপাদকালীন নেওয়া হয় না। কিন্তু সদস্য বা উর্পাজনক্ষম ব্যক্তি মারা গেলে আপাদকালীন সুবিধা প্রদান করা হয়।

উত্তরদাতাঃ আসলাম উদ্দীন, এরিয়া ম্যানেজার, যশোর।

সমুদ্রে রহস্যময় গর্ত

বেলিজ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝামঝি অবস্থিত একটি ছোট্ট দেশ। এই দেশের সমুদ্রের তলায় আছে এক বিশাল গর্ত। বিজ্ঞানের কল্যাণে প্রতিদিন মানুষ পৃথিবীর অজানা রহস্যের সমাধান করে চলেছে। তেমনই এক রহস্যময় জায়গা বেলিজ সমুদ্রের সেই গর্ত। বিজ্ঞানীরা এই গর্তের নাম দিয়েছেন 'গ্রেট ব্লু হোল'। তারা বলছেন পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র গর্ত এই জায়গাটি।

বেলিজ শহর থেকে ৬০ মাইল দূরে সমুদ্রের বুকে এই গর্তটির অবস্থান। এই গর্তের আকৃতি গোল, গভীরতা ৪০৭ ফুট। চারপাশের আয়তন ৯৮৪ ফুট। অনুমান করা হয়, প্রায় ৬৫ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে ছিল শুধু বরফ। পৃথিবীর সব পানি জমে জমে তৈরি হয়েছিল মেরু অঞ্চল। তখনই এই গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। তখন সব সমুদ্রপৃষ্ঠ এখনকার মতো এত উঁচু ছিলো না। বেলিজের সমুদ্র এখনকার চাইতে ১৫০ মিটার নিচু ছিলো। তখন সেই সমুদ্রে ক্যালসিয়াম কার্বনেট নামে খনিজ পদার্থ জমে জমে তৈরি হয় পাথর। সেই পাথর দিয়েই তৈরি হয় এই গর্তের দেয়াল। গর্তটি তখন সমুদ্রের উপরেই ছিলো বিশাল একটি গুহার আকৃতি নিয়ে। কিন্তু বরফ গলতে শুরু করায় সাগরের উচ্চতাও বেড়ে যেতে থাকে। আর তখন পানির নিচে ডুবে যায় পাথরের কাঠামোটি। কাঠামোর কয়েক জায়গায় পাথর ভেঙে সৃষ্টি হয় ব্লু হোল বা গর্ত।

এখন থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে সমুদ্রের অনেক নিচে সৃষ্টি হয় এই গর্ত। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সেই অজানা জগতে বসবাস করে অনেক অজানা জলজ প্রাণী। এ ধরণের প্রাণীদের কিছু কিছু নমুনা বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছেন। একদা ধারণা করা হতো এই গর্তে বসবাস করে বিশাল এক ধরণের মাছ যার দেহের উপরের অংশ অক্টোপাসের মতো। এই অদ্ভুত মাছের নিচের অংশ নাকি হাঙ্গর মাছের আকৃতির। তবে এ ধরণের মাছের কোনো অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা খুঁজে পাননি। তবে এই গর্ত এখনও সবার কাছে রহস্য হয়েই আছে।

তথ্যসূত্রঃ ইউকিপিডিয়া

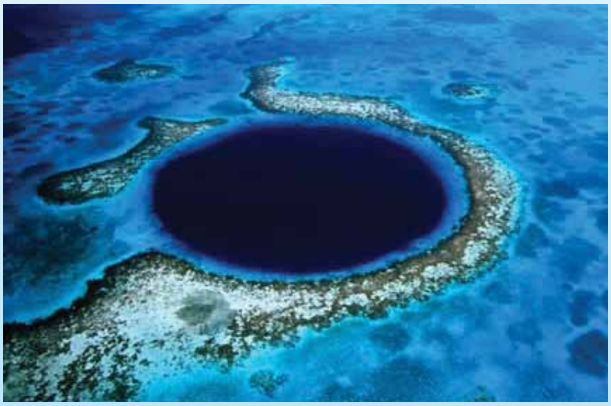

সমুদ্রের তলায় সেই রহস্যময় গর্ত

প্রায় দশ হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয় গর্তটি

মাসিক আলাপ ■ রেজিঃ নং-৮০/৯৩

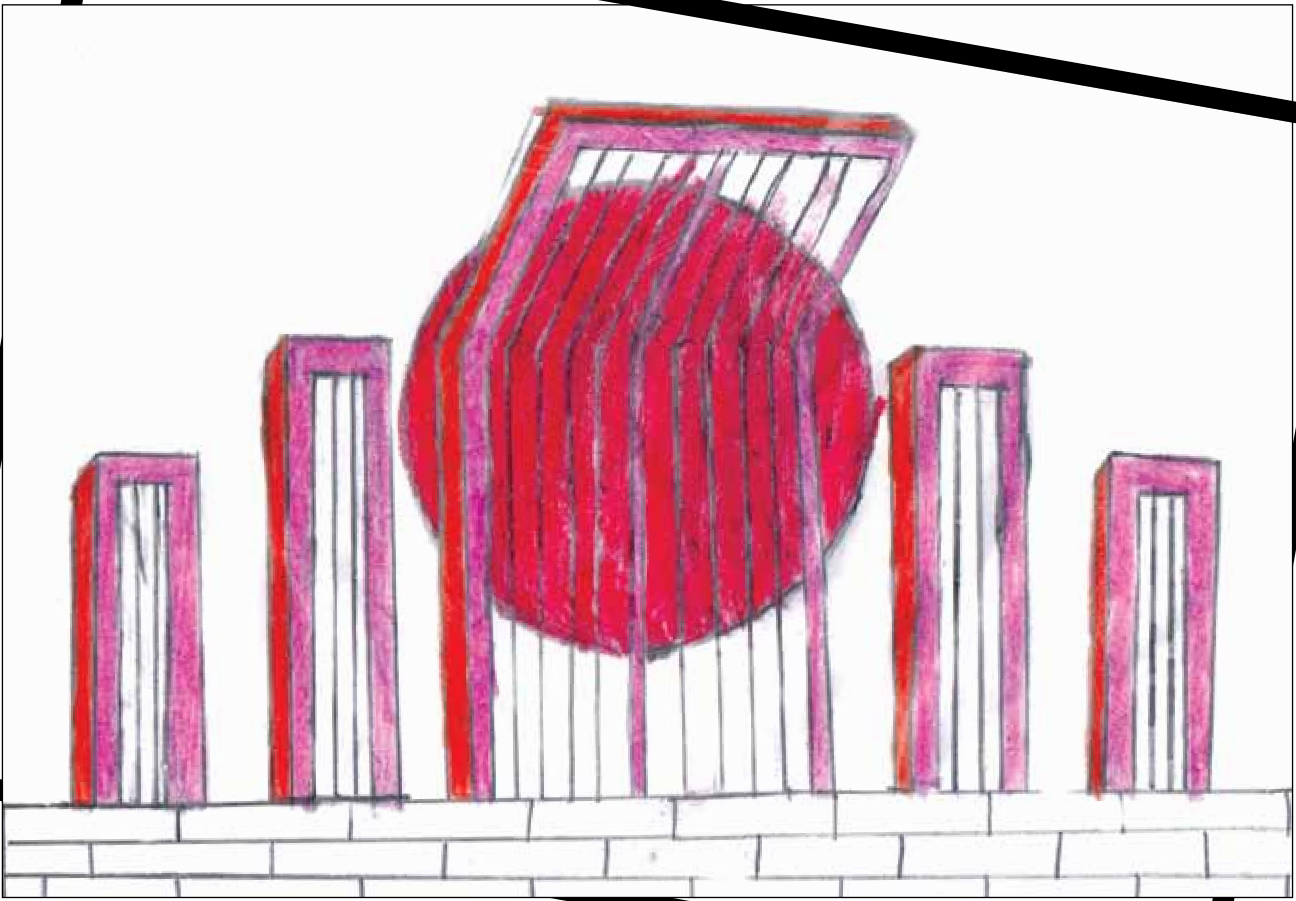

ছবিটি এঁকেছে:
মাহমুদ আল্ নুর (তামিম)
দ্বিতীয় শ্রেণী, গ্রীন একাডেমি, শিবপুর, নরসিংদী

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission